প্রশ্ন- ৩০ ঃ দারুস সালাম মিরপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দি গাইড' বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। *"গাউসুল আযম, মুশকিলকুশা, গরীব নওয়াজ, কাইউমে জামান- এগুলো শিরিকী গন্ধযুক্ত উপাধী। এগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌কে বলা যেতে পারে- কোন মানুষকে এ উপাধী দেয়া শির্ক"*। উক্ত বইয়ের এই উক্তি সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ উক্ত বইটি বাংলায় লিখিত- কিন্তু নাম রেখেছে ইংরেজীতে The Guide। উক্ত বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উক্ত মন্তব্য মনগড়া এবং মিস্‌গাইড। গাউসুল আযম তিনজনের লক্বব- ইমাম হাছান রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু, হযরত আবদুল কাদের জিলানী ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত "নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী তরজুমাতে ছাইয়েদ

JUBOSENA
www.sunnibarta.com

আবদুল কাদের" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- (অনুবাদ)। "হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয়মাস খেলাফত পরিচালনা করার পর শিয়াদের গাদ্দারীর কারনে এবং উম্মতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে আপোষ করে তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর এই অবদান ও স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে তাঁকে "গাউছিয়তে উযমা" বা গাউসুল আযমের উপাধীতে ধন্য করেন এবং তাঁরই খান্দানে মধ্যবর্তী যুগে একমাত্র হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে "গাউসুল আযম" উপাধীতে ভূষিত করেছেন। শেষ জামানায় ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে "গাউসুল আযম" খেতাবে ভূষিত করবেন" (নুজহাতুল খাতির)।

"মুশকিলকুশা" ঃ এই উপাধী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্হুকে দান করেছেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মুশকিলকুশা শব্দটি ফার্সি। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে- "কাশিফুল কুরুবাত"। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে চারটি উপাধী দান করেছেন। যথা- (১) আছাদুল্লাহ্ (২) আবু তোরাব (৩) মাওলা (৪) কাশিফুল কুরুবাত (দেখুন ওহাবী কিতাব আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)। নবীজীর প্রদত্ত উপাধীকে অস্বীকার করে শির্ক বলা নবীজীকেই অস্বীকার করার সামিল।

"গরীব নওয়াজ" ঃ হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্তী (রহঃ)-এর উপাধী। তিনি জীবিত থাকতেই লঙ্গরখানা খুলে গরীব মিছকিনদেরকে দু' বেলা খানা দিতেন। তাই তাঁর উপাধী হয়েছে "গরীব নওয়াজ" বা গরীবের পালনকারী। এখানে শিরিকের কি আছে ?

"কাইউমে জমান" ঃ এই উপাধী হচ্ছে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহঃ)-এর। তারপর তিনির খলিফা ও গদীনশীন সাহেবজাদা হযরত খাজা মাসুম বিল্লাহ (রহঃ)-এর উপাধী ছিল "কাইউমে জমান ছানী"। এরপর এই উপাধী ধারন করেছেন 'দি গাইডের' প্রকাশক আবদুল কাহহার, ফুরফুরার আপন পিতা মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দীকী সাহেব। কাহহার সাহেব নিজের পিতার উপাধীকে বলছেন শিরিক। নাউযুবিল্লাহ! তিনি নিজ পিতাকে মুশরিক সাব্যস্থ করে ঐ ঘরে জন্ম নিয়ে কি করে মুসলমান পীর হলেন- তা বুঝে আসেনা।

প্রকৃতপক্ষে অলী-আল্লাহ্গণের বিভিন্ন উপাধী রয়েছে। যেমন- হযরত সুলতান রায়েজীদ বোস্তামীর (রহঃ)-এর উপাধী ছিলো সুলতানুল আরেফীন, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) উপাধী ছিলো মাহবুবে এলাহী, হযরত আলী

www.sunnibarta.com

হিজবেরী (রহঃ)-এর উপাধী ছিলো দাতা গঞ্জবখ্শ। এগুলো আল্লাহ্‌র লক্বব নয়- যেমন "দি গাইড" পুস্তক দাবী করেছে। কারণ, আল্লাহ্‌র নাম ও উপাধী সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। এর বাইরে আল্লাহ্‌র সিফাতি নাম রাখা জায়েয নয়- যেমন গাউসুল আযম, মুশকিল কুশা, গরীব নওয়াজ ও কাইউমে জামান। দি গাইড পুস্তকটির সঠিক নাম রাখা উচিৎ ছিল "দি মিস্‌গাইড"।

শেষ কথা ও উপসংহার ঃ আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সামছ মাসিক মদিনার মার্চ সংখ্যা ২০০৩ ইং ৩৯ ও ৪০ পৃষ্ঠায় দলীল বিহীন ২৭টি ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার করে সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলমানকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা সুন্নীবার্তার ৪৭ হতে ৫০ নং বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে তার ২২টির খন্ডন ও দাঁত ভাঙ্গা প্রামাণিক জবাব দিয়েছি। ৫৩ নং বুলেটীনে খন্ডন করা হয়েছে ৫টি। আশা করি. পাঠকবর্গ উক্ত সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষন করবেন এবং প্রচার করে ওহাবীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিবেন। ইবনে সামছ বিনা দলীলে লিখায় তাকে কোন কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু জবাব লিখতে ও খণ্ডন করতে গিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। শুধু সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার খাতিরে- দায়িত্ব মনে করে পরিশ্রম করেছি।

এরপর বাইতুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক, জামাতপন্থী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও ফুরফুরার আবদুল ফাহহার সাহেবগণের তিনটি মন্তব্য সম্পর্কে সুন্নীবার্তা ৫৪ নম্বরে তিনটি ফতোয়া সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবর্গের আগ্রহ লক্ষ্য করে মোট ত্রিশটি বিষয় কিতাব আকারে ছাপা হলো। নাম রাখা হলো "ফতোয়ায়ে ছালাছীন" বা ত্রিশ ফতোয়া। পাঠকবর্গ এর দ্বারা উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। তথ্যগত কোন সংশোধনী কেউ পেশ করলে সাদরে গৃহীত হয়ে পরবর্তী সংস্করনে ছাপা হবে- ইন্‌শাআল্লাহ্‌! আমীন!!

বিহুরমাতি ছাইয়িদিল মোরছালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

সমাপ্ত

বিনীত

অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

২১ - ১২ - ২০০৩ ইং

www.sunnibarta.com